গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
তথ্য অধিদফতর
PRESS INFORMATION DEPARTMENT. GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH

তথ্যবিবরণী নম্বর–০৪২

জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক গবেষণা এবং প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট
শ্রমিকদের মৃত্যু ক্রমান্বয়ে কমিয়ে নিয়ে আসবে
- শ্রম ও কর্মসংস্থান উপদেষ্টা

রাজশাহী; ০২ আশ্বিন (১৭ সেপ্টেম্বর):

শ্রম ও কর্মসংস্থান উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া বলেছেন, জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক গবেষণা এবং প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট আগামীতে শ্রমিকদের মৃত্যুর সংখ্যা ক্রমান্বয়ে কমিয়ে নিয়ে আসবে এবং এর মাধ্যমে কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা দিনে দিনে আরো বৃদ্ধি পাবে।

আজ (মঙ্গলবার) সকালে নগরীর রাজাপাড়াস্থ তেরখাদিয়ায় ১৩৩ কোটি টাকা ব্যয়ে নবনির্মিত জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক গবেষণা এবং প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (নস্ট্রি)-এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় তিনি এসব কথা বলেন।

উপদেষ্টা বলেন, এ ইনস্টিটিউট উদ্বোধনের মাধ্যমে বাংলাদেশে শিল্পকারখানাসমূহে নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিতকরণে ও শ্রমিকদের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে নতুন আশার সঞ্চার হয়েছে। ডেনমার্ক, আইএলও, জিআইজেড এর মতো আন্তর্জাতিক বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী দেশ ও প্রতিষ্ঠান এই ইনস্টিটিউটের বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনা ও তত্ত্বাবধানে সহযোগিতা করবে।

আসিফ মাহমুদ বলেন, কর্মক্ষেত্রে পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বাংলাদেশের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তৃতীয় বিশ্বের দেশ হিসেবে আমাদের অনেক সীমাবদ্ধতা রয়েছে। রানাপ্লাজা ধ্বস ও তাজরিন ফ্যাশনে অগ্নিকাণ্ডের মতো বিভিন্ন দূর্ঘটনা আমাদের সীমাবদ্ধতাকেই প্রতিফলিত করেছে। এসময় দায়িত্ব গ্রহণের প্রথম দিন থেকেই এ অবস্থার উন্নয়নে তিনি কাজ করছেন মন্তব্য করে উপদেষ্টা বলেন, বিভিন্ন দূর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্থ শ্রমিক ও তাদের পরিবারবর্গের সাথে মতবিনিময় করেছি। তাদের পুনর্বাসনের জন্য একটি কমিটি গঠন করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে।

তিনি আরো বলেন, ৭১ সালে একটি জাতীয় মুক্তির জন্য আমরা লড়াই করেছিলাম যখন লক্ষ লক্ষ মানুষ জীবন দিয়েছে। ২০২৪ সালেও আমরা একটি জাতীয় মুক্তির জন্য লড়াই করেছি, সেখানে সহস্রাধিক ছাত্র-জনতা জীবন দিয়েছে। বিভিন্ন ঘটনায় রাজনৈতিক মুক্তির জন্য আমরা যে জীবন দিচ্ছি তা কতটুকু অর্জন করতে পেরেছি বা পারব তা সময় বলে দেবে কিন্তু প্রায় সাত কোটি ৩০ লক্ষ শ্রমিক তাদের মূল্যবান শ্রম দিয়ে প্রতিনিয়ত আমাদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক মুক্তির জন্য লড়াই করে যাচ্ছেন, তারা ত্যাগটা করে যাচ্ছেন।

শিল্পের উন্নয়নে শ্রমিক-মালিক সুসম্পর্কের প্রতি গুরুত্বারোপ করে উপদেষ্টা বলেন, যেখানে শিল্পকারখানায় শ্রমিক ও মালিকপক্ষ সমন্বিতভাবে একটি টিম হিসেবে কাজ করার কথা সেখানে প্রায়ই তাদেরকে বিভিন্ন ইস্যুতে মুখোমুখি অবস্থানে দেখা যায়। মালিকপক্ষ যদি শ্রমিকের ন্যায্য পাওনাগুলো ঠিকমত প্রদান করে তাহলে শ্রমিকরা

টেলিফোন : সংবাদকক্ষ : ঢাকা - ৯৫১২২৪৬, ৯৫১৪৯৮৮; চট্টগ্রাম - ০৩১-২৫২১৩৬১; খুলনা - ০৪১-৭২০৭৪৯; রাজশাহী -০৭২১-৭৭২৩৩৯
ফ্যাক্স : ঢাকা-৯৫৪০৯৪২, ৯৫৪০০২৬, ৯৫৪০৫৫৩; চট্টগ্রাম - ৭১০১০২; খুলনা - ৭২০৮৫৩; রাজশাহী - ৭৭২৩৩৯
ই-মেইল : piddhaka@gmail.com, piddhaka@yahoo.com; ওয়েবসাইট : www.pressinform.gov.bd

আরও বেশি উৎপাদনশীল হতে পারবে। এতে দুই পক্ষেরই উপকার হবে। এসময় তিনি আগামী দিনগুলোতে সকলের সমন্বিত কাজের প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন।

অনুষ্ঠানের শুরুতে বিভিন্ন দুর্ঘটনায় নিহত শ্রমিকদের স্মরণে একমিনিট নিরবতা পালন করা হয়। উদ্বোধন অনুষ্ঠানে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক আবদুর রহিম খানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব এ এইচ এম সফিকুজ্জামান, সেনা কল্যাণ সংস্থার চেয়ারম্যান মেজর মো: হাববি উল্লাহ, আইএলও-এর কান্ট্রি ডিরেক্টর টুওমো পুটিআইনেন প্রমুখ। অনুষ্ঠানে শ্রমিক প্রতিনিধিবৃন্দ, বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি দপ্তর ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর উর্ধ্বতন কমকর্তাগণ এবং প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রোনিক মিডিয়ার সাংবাদিকবৃন্দসহ সুধীজন উপস্থিত ছিলেন।##

.....

তৌহিদ/আতিক/আরিফ/আলীম/হালিম/২০২৪/১৫.০০ ঘ.